বিষয় নং - ২৩

প্রত্যেক দিনের ক্ষমা

সুপারিশ :
- *জুলাই মাসে*
- *পাপের বিষয়*
- *পুনর্মিলন*
- *দ্বিতীয় শ্রেণী*

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – প্রত্যেক দিন পরের ক্ষমার প্রয়োজন এবং একসঙ্গে থাকতে গেলে পরস্পরের ক্ষমার প্রয়োজন – এ সম্বন্ধে চেতনা লাভ করা।
– যারা নিজের পাপ সম্বন্ধে সচেতন আছে, মুক্তিদাতা যীশু তাদের পাশেই আছেন; তিনি আমাদের ভালবাসেন ও ক্ষমা করেন।
– প্রত্যেক দিন ক্ষমা চাইতে ও ক্ষমা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

★ কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা ঃ

– "ফরিশীরা" ঃ যিহুদীদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক। তারা আইনতঃ শুচিতা পালন করতে আগ্রহী ছিল এবং মনে করত যে, তারাই সৎ ও ধার্মিক লোক।
– "পা ধোবার জল" ঃ কাঁচা রাস্তায় হাটলে পায়ে ধূলা লাগে। কোন একটি ঘরে প্রবেশ করে, অতিথিদের পা ধোবার জন্য জল দেওয়ার নিয়ম ছিল।
– "চুম্বন করা" ঃ এটাই ছিল যিহুদীদের নমস্কার, আলিঙ্গন করে চুম্বন করা।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

১। একটি ন্যায্যতার সমাজ

গত পাঠে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, যীশু মুক্তিদান করেন এবং মন্দতার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আলাপের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গতবারের বিষয়টি স্মরণ করব।

যীশু যা করেছিলেন, তা এখন আমাদের সঙ্গে করতে হয় অর্থাৎ বর্তমান মন্দতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হয়। আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করতে পারি ঃ মন্দতা যেন কমে এবং সুন্দর একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়; মানুষ যেন ভাইবোন হিসাবে শান্তি, ন্যায্যতা ও পরস্পরের সম্মান বজায় রেখে বাস করে।

– আমাদের সমাজে কি কি সমস্যা দেখা দেয় ? (ছেলেমেয়েদের উত্তর অনুসারে একেকটা সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের কি করণীয় তা অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করি)।

উদাহরণ ঃ

– অসুস্থ যারা, তারা যেন শরীরের ও মনের শক্তি ফিরে পায়, তাদের জন্য কি করা যায় ? (হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা – এসব অবশ্যই করণীয়। তা ছাড়া আমরা নিজেরাই কিছু করতে পারি, যেমন ঃ রোগীদের সঙ্গে ধৈর্য সহকারে আলাপ ও ব্যবহার করা, তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো...)।
– আমাদের মধ্যে যেন অন্যায্যতা, অত্যাচার, দরিদ্রতা কমে যায়, তার জন্য আমরা কি করতে পারি ?
– আমাদের পরিবারের মধ্যে যেন ঝগড়া-ঝাঁটি, গালাগালি, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি আর না থাকে, এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি?
– নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আমরা কি করতে পারি ?

২। মানুষের হৃদয় পরিবর্তন

যত উন্নয়নমূলক কাজ বা প্রতিষ্ঠান করা হোক না কেন, এগুলো মানুষের প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যথেষ্ট নয়। এর প্রমাণ হল যে, প্রতিষ্ঠানগুলো থাকা সত্ত্বেও এবং অনেক প্রচেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও অন্যায়-অত্যাচার সমাজে কেমন যেন কমছে না, এখন বিরাজ করছে তীব্রভাবে।

আসলে পৃথিবী যেন মানুষের উপযোগী গৃহ হয়ে উঠে, তার জন্য দরকার মানুষেরই পরিবর্তন ঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন হৃদয় থাকা দরকার, যার ফলে সে ভাইবোনদের মঙ্গলের জন্য মনোযোগী হয়ে উঠবে। যীশু এই কথা জানতেন। তিনি একদিন বললেন ঃ মন্দ চিন্তা, প্রতিশোধের ইচ্ছা, অন্যায়, স্বার্থপরতা, সবই আসে মানুষের হৃদয় থেকে।

যীশু এসেছেন মন্দের বিরুদ্ধে লড়াই ও মন্দতা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে। তাই তিনি রোগীদের শুধুমাত্র শরীরিক সুস্থতা ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেন নি। তিনি আরও বেশী করতে চান, যা তিনিই মাত্র করতে পারেন; অর্থাৎ মানুষের হৃদয়কে তিনি সুস্থ করতে চান, তার মধ্যে যেন ভ্রাতৃপ্রেম বিরাজ করে স্থায়ীভাবে। শারীরিক মন্দতা থেকে যীশু যে মুক্তি দেন, তা হল আর একটি মুক্তির প্রতীক ঃ যা আমাদের দাসত্বে রাখে সেই পাপ থেকেই মুক্তির প্রতীক।

৩। তোমার পাপের ক্ষমা হয়েছে

যীশু যখন একজনের দেখা পান, তিনি তাকে মঙ্গল ও সাহায্য করতে চান। সুসমাচারে এর অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আজ একটি ঘটনা শুনব।

▸▸ পাঠ করার পূর্বে পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য কিছু বলুন, যেমন ঃ

স্ত্রীলোকটি খারাপ পথে চলে সুখ-শান্তি পাচ্ছিল না; মনে খুব অশান্তি ছিল। সে আসলে খারাপ পথ থেকে ফিরতে চেয়েছিল, কিন্তু ছাড়তে মনের বল পাচ্ছিল না। তার

অন্তরে ঈশ্বরের আলো জ্বলছিল না। কিন্তু পবিত্র আত্মা তার বিবেকে সুপরামর্শ দেওয়া বন্ধ করেন নি।

সে একদিন যীশুর সম্বন্ধে শুনতে পায়। অনেকের মুখে শুনতে পেল, যীশু নাকি রোগীদের, ছোটদের ও পাপীদের প্রতি খুব দয়াবান। তখন স্ত্রীলোকটি মনে মনে ভাবল – "আমিও যাব সেই যীশুর কাছে, আমিও তাঁর কথা শুনতে চাই, তাঁর মুখ দেখতে চাই"। সে যীশুকে এখনও জানে না। যীশু কিন্তু তাকে জানে ও ভালবাসে।

তার হৃদয় দেখতে পান, কত দুঃখ ও নিরাশা; তাকে সাহায্য করতে চান, সে যেন আর পাপময় জীবন থেকে মুক্তি পায়।

লুক ৭:৩৬-৫০ অংশটি পড়ে শোনাব, অথবা একটি ছেলে বা মেয়েকে পড়তে দেব (পূর্ব প্রস্তুতি নেব)।

▸▸ ছেলেমেয়েদের চিন্তাধ্যানের জন্য প্রশ্ন ঃ

– যীশু তাঁর পা ধুয়ে দিতে অনুমতি দিলেন কেন ?
– যীশু কেন বাড়ীর কর্তা শিমনকে তিরস্কার করলেন ?
– যীশু কেন স্ত্রীলোকটির প্রশংসা করলেন ?
– আর তুমি যীশুর ব্যবহার দেখে যীশুকে কি বলবে ?

৪। যারা অনুতাপ করে, যীশু তাদের প্রতি দয়া করেন

– **চিন্তা করি ঃ** শিমনের বাড়ীতে অনেক গণ্যমান্য লোক ছিল। কিন্তু যীশু মাত্র একজনের দিকে তাকান কেন ? সেই "খারাপ" স্ত্রীলোকটির কি গুণ ছিল ?

সে শুধু কাঁদে, নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে ও ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। শিমন ও স্ত্রীলোকটির ব্যবহারের মধ্যে কিসের পার্থক্য ? আর আমরা কেমন ব্যবহার করি ?

অন্যদের সঙ্গে থাকতে গেলে প্রায়ই স্বার্থপরতা, অন্যায় ও পাপ দেখা দেয়। মারামারি করি, একে অপরকে আঘাত করি। তবুও পরস্পরকে ক্ষমা না করলে একসঙ্গে থাকা বা বাস করা সম্ভব নয়। আমাদের প্রত্যেকের অপরের ক্ষমার প্রয়োজন – একথা আমাদের বুঝা উচিৎ। তখন যীশুর কাছে গিয়ে তাঁর ক্ষমা পাব ও তাঁর মুক্তি ও শান্তি লাভ করব। তখন যীশু আমাদের দেখে খুশী হবেন এবং আমাদের উৎসাহ দান করবেন;

৫। অনুতাপের অনুষ্ঠান (অনুষ্ঠানটি আলাদা অধিবেশনে করা যায়)

চিন্তাধ্যান করি ঃ

স্ত্রী লোকটির মত আমরাও যীশুর কাছে গিয়ে আমাদের অনুতাপ প্রকাশ করব। যারা নিজের পাপ স্বীকার করে, যীশু তাদের নিকটে আছেন। এখন আমরা একটু চিন্তাধ্যান করব ঃ

– একজনের ক্ষমা আমার প্রয়োজন (দৃষ্টান্ত দেব)। আমি কিন্তু তার কাছে যেতে চাই-ই না ঃ তখন আমি যীশুর বন্ধু হই কি ?
– আমি ক্ষমা চাইতে অমত করি, কারণ মনে করি যে, ক্ষমা আমার দরকার নেই (দৃষ্টান্ত দেব)। তখন আমি যীশুর বন্ধু হই কি ?
– যীশু ক্ষমা দান করার জন্য অনুতাপীর কাছে কি দেখতে চান ?

ব্যক্তিগত প্রার্থনা ঃ

এবার আমরা প্রত্যেকে সরল মনে ঈশ্বর ও একে অন্যের কাছে স্বীকার করে বলব ঃ "আমি পাপী, আমার পাপ ক্ষমা কর"।

(একেকজন তার নিজস্ব প্রার্থনা প্রকাশ করবে যেমন ঃ হে প্রভু, আমি স্বীকার করি যে, আমি অবাধ্য হয়েছি ... আমি নিজের স্বার্থ খুঁজেছি ... আমি আমার সাথীকে আঘাত দিয়েছি...। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। প্রভু, আমি বাধ্য ছেলে হতে চাই ... আমি অন্যের উপকার করতে চাই...)।

সমবেত প্রার্থনা (সামসঙ্গীত ৫১) ঃ

সকলে : হে প্রভু, আমার প্রতি দয়া কর, তোমার প্রেমে আমার পাপ ক্ষমা কর (এ ধুয়োটি গান করা যায় – পরিশিষ্ট-গ দেখুন, নং ২০)।

চালক : প্রভু, আমার সকল অপরাধ আমি জানি,
আমার পাপ সব সময় আমার সামনে আছে।

সকলে : হে প্রভু ... ...

চালক : তোমার বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি,
তোমার দৃষ্টিতে যা খারাপ, তাই আমি করেছি।

সকলে : হে প্রভু ... ...

চালক : হে ঈশ্বর, আমার অন্তরে সৃষ্টি কর নির্মল হৃদয়,
আমার অন্তরে দান কর নূতন আত্মা।

সকলে : হে প্রভু ... ...

চালক : তোমার মুক্তির আনন্দ আমাকে ফিরিয়ে দাও,
আমি যেন উৎসাহের সঙ্গে তোমার পথে স্থির ভাবে চলি।

সকলে : হে প্রভু ... ...

চালক : হে প্রভু, আমার মুখ খুলে দাও,
আমি যেন তোমার প্রশংসা করতে পারি।

সকলে : হে প্রভু ... ...

চালক : পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হোক ...

৬। সংকল্প ও মনে রাখার বাণী

সংকল্প ঃ যীশুকে অনুসরণ করতে চাই। তাই প্রত্যেকদিন আমাদের দরকার যীশুর ও ভাইবোনদের প্রেম ও ক্ষমা।

– সন্ধ্যার প্রার্থনার সময় কি বলব ? কি করব ?

৭। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : যীশুর বন্ধু প্রত্যেক দিন কি স্বীকার করবে ?

উত্তর : যীশুর বন্ধু স্বীকার করে যে, প্রত্যেক দিন তার দরকার ভাইবোনদের ও যীশুর প্রেম ও ক্ষমা।

৮। বাড়ীর কাজ

কাগজে যে সব ছবি আঁকা আছে, সেগুলোতে রং দেব এবং ছবি দেখে একটি গল্প লিখব। আগামী ক্লাশে তা সঙ্গে নিয়ে আসব।

শত্রুদের ক্ষমা

খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা শত্রুদের ক্ষমা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই ক্ষমা শিষ্যকে গুরুর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করে। খ্রীষ্টীয় প্রার্থনার শীর্ষস্থানে রয়েছে ক্ষমা; যে-হৃদয় ঈশ্বরের করুণামিশ্রিত, একমাত্র সেই হৃদয়ই প্রার্থনার অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। ক্ষমাদান এই সাক্ষ্যও বহন করে যে, আমাদের এই জগতে ভালবাসা পাপের চেয়ে শক্তিশালী। অতীত ও বর্তমানের ধর্মশহীদেরা যীশুর জন্যে এই সাক্ষ্য বহন করে। ঐশসন্তানদের, তাদের পিতার সঙ্গে এবং পরস্পর মানুষের সঙ্গে পুনর্মিলনের মৌলিক শর্ত হল ক্ষমা।

– *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ২৮৪৪*

ধর্মানুষ্ঠান ঃ

এসো, একে অন্যের সঙ্গে হাত মিলাই

সুপারিশ :
– জুলাই মাসে
– পুনর্মিলন অনুষ্ঠান

প্রস্তুতি

এই অনুষ্ঠানে পুরোহিত উপস্থিত থাকলে ভাল হয়। পুরোহিত অনুপস্থিতিতে শিক্ষক অনুষ্ঠানটি চালাবেন। ছেলেমেয়েদের পিতামাতা কয়েকজন থাকতে পারলে খুবই ভাল হয়। পিতৃসুলভ মনোভাব ও শৃঙ্খলার পরিবেশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

পুনর্মিলন সংস্কার লাভ করা যায় সমবেত অথবা ব্যক্তিগত ভাবে সমবেত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারবে যে, ঈশ্বরের বাণীর আলোকে আমাদের জীবন-আচরণের বিচার করা উচিৎ। আমাদের পাপের ফলে পরিবারের ভাইবোনদেরও ক্ষতি করেছি বলে তাদেরও সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত হতে হয়। ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করতে চাইলে সর্বপ্রথমে আমাদের পরস্পরকে ক্ষমা করতে হয়, এটাই যীশুর নির্দেশ।

অনুষ্ঠানের কাঠামো

১। প্রার্থনা

পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে নেমে এসে যেন আমাদের সাহায্য করেন ও সাহস দেন – এ মূলভাব নিয়েপরিচালক আরম্ভে একটি প্রার্থনা করবেন।

২। যীশুর বাণী ঘোষণা

শাস্ত্রপাঠ ঃ যীশুর বাণীর আলোতে আমাদের জীবন ঃ মথি ২৫:৩১-৪০।

চালক : আমরা কি নিজস্ব কিছু ত্যাগ করে একজন ভাইবোনকে সন্তুষ্ট করতে জানি ? আমরা কি কোন কিছু নষ্ট না করে পরকে সাহায্য করতে জানি ? আমরা কি ক্ষুধার্ত ও রোগীদের চিন্তা করি ? আমরা যখন ভাইকে "না" বলি, তখন যীশুকে "না" বলি তখন আমরা কি সুখী হই ? বা যীশু কি সুখী হন ?...

এ স্তরে পরিচালক সক্কেয়ের কাহিনীটি সংক্ষেপে বলবেন। শেষে বলবেন ঃ সক্কেয় নিজের পাপ স্বীকার করল এবং তখন থেকে ভালভাবে কাজ করতে প্রতিজ্ঞা করল। আমরাও যীশুর কাছে যেতে চাই। আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে যীশুকে বলব ঃ হে

যীশু, এখন থেকে আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য কর।

গান ঃ 'তোমার জন্য পিতা ঈশ্বর' (পরিশিষ্ট-গ দেখুন, ২১)।

৩। পাপস্বীকার

পরিচালক নিজে সর্বপ্রথমে পাপ স্বীকার করবেন। তারপর ছেলেমেয়েদেরকেও বলবেন, তারা যেন সরল কথায় নিজ নিজ পাপ স্বীকার করে, ভাল করতে প্রতিজ্ঞা করে এবং ঈশ্বর ও ভাইবোনদের কাছে ক্ষমা চায়। শেষে পরিচালক প্রশ্ন করবেন ঃ

চালক : যীশু আমাদের বলেছেন ঃ "তোমরা যদি ক্ষমা কর তাহলে তোমাদের ক্ষমা করা হবে"। আমরা এইমাত্র পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলাম। তবে আমাদের এই ভাইবোনদের ক্ষমা করতে কি প্রস্তুত আছি?

সকলে : হ্যাঁ, আমরা ক্ষমা করতে চাই। প্রেমময় ঈশ্বরও আমাদের ক্ষমা করুন।

চালক : তাহলে এখন এসো, আমরা সকলে নতজানু হয়ে একসঙ্গে প্রার্থনা করি ঃ হে পিতা ঈশ্বর, তুমি কত ভাল! তুমি আমাদের খুব ভালবেসেছ। আমরা কিন্তু তোমাকে ও ভাইবোনদের "না" বলে অনেকবার অসন্তুষ্ট করেছি। তার জন্য আমরা দুঃখিত। এখন থেকে ভাল হতে আমাদের সাহায্য কর। আমরা তোমার ক্ষমা চাই আমাদের মুক্তিদাতা যীশুর নামে। আমেন।

গান ঃ 'হে প্রভু দায় কর'।

৪। শান্তিজল সিঞ্চন

চালক : প্রিয় ছেলেমেয়েরা, দীক্ষাস্নানের জলে আমরা পবিত্র আত্মাকে পেয়েছি। এখন দীক্ষাস্নানের কথা মনে রেখে পবিত্র জল তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সে সময় তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন।

হে পিতা, তোমার আশীর্বাদে এই জল পবিত্র হোক। এই জলের স্পর্শে আমাদের ক্ষমা কর আমরা যেন পবিত্র মনে জীবন যাপন করি, আমেন।

▸▸ (নিজের ওপর ও ছেলেমেয়েদের ওপর জল সিঞ্চন করে পরিচালক বলবেন ঃ)

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধুয়ে যাক আমাদের সমস্ত পাপ, আমরা যেন পবিত্র হৃদয়ে তাকে ভালবাসতে পারি। যীশুর নামে, আমেন।

৫। ক্ষমা আশীর্বাদ ঃ (পুরোহিত না থাকলে 'খ' উক্তিটা বাদ যাবে)।

চালক : (ক) পিতা ঈশ্বর এমন দয়ালু যে, আমরা আমাদের পাপের জন্য দুঃখ করলে তিনি সব সময় আমাদের ক্ষমা করেন। তিনি আমাদের প্রতি দয়া করুন, আমাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং অনন্ত জীবনের দিকে আমাদের পরিচালিত করুন।

সকলে : আমেন।

যাজক : (খ) আমি এখন তোমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করছি, + পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে।

সকলে : আমেন।

গান ঃ (ধন্যবাদ ও আনন্দ প্রকাশের একটি গান করা হবে)

৬। ধন্যবাদের প্রার্থনা

চালক : হে পিতা, তুমি আমাদের কাছে যীশুকে দান করেছ।

সকলে : হে পিতা, তোমার জয় হোক!

– তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করেছ। – হে পিতা ...

– আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসতে পারি, তার জন্য আমাদের সাহায্য কর। – হে পিতা ...

– আমাদের সব সময়ে সুখী ও আনন্দিত করে রাখ। – হে পিতা ...

– তোমার প্রেমের আনন্দ সকল ভাইবোনদের যেন দান করতে পারি। – হে পিতা ...

– করুণাময় ঈশ্বর পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমাদের আশীর্বাদ ও রক্ষা করুন।

সকলে : হে পিতা, তোমার জয় হোক! আমেন!

আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর

দৃঢ় আস্থা নিয়ে আমরা আমাদের পিতার কাছে প্রার্থনা শুরু করেছি। তাঁর নাম পবিত্রীকৃত হোক, এই ভিক্ষা চেয়ে বস্তুত আমরা তাঁর নিকট যাচ্ঞা করেছি যেন আমরা নিজেরাই অধিকতর পবিত্রীকৃত হতে পারি। কিন্তু আমরা যদিও দীক্ষাবস্ত্র পরিহিত, আমরা পাপ করা থেকে বিরত থাকি না এবং ঈশ্বর থেকে দূরে যেতেও ক্ষান্ত হই না। এই নতুন আবেদনে, হারানো পুত্র এবং করগ্রাহকের মত আমরা তাঁর কাছে ফিরে আসি – আমরা উপলব্ধি করি যে, তাঁর সামনে আমরা পাপী। আমাদের আবেদন শুরু হয় আমাদের শোচনীয় দুর্দশা ও তাঁর করুণার প্রয়োজনীয়তার "স্বীকারোক্তি" দিয়ে। আমাদের আশা নিশ্চিত, কারণ তাঁর পুত্রে "আমরা ভোগ করি মুক্তি, লাভ করি পাপের মোচন।" তাঁর ক্ষমার ফলপ্রসূ এবং সুনিশ্চিত চিহ্ন হচ্ছে তাঁর মণ্ডলীর সংস্কারগুলো।

– *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ২৮৩৯*

ধর্মশিক্ষাদানের মূল্যায়ন

নির্দিষ্ট ছকে টিক (✓) চিহ্ন অথবা সংখ্যা বা অন্য উপযুক্ত উত্তর দিয়ে নিম্নলিখিত সকল বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত লিখুন।

নাম ______________________ গ্রাম ______________

১। বয়স অনুসারে আপনার গ্রামের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ও সাণ্ডে স্কুলে তাদের যোগদানের পরিচয় দিন ঃ

বয়স	মোট সংখ্যা	গড়ে যোগ দেয়	নিয়মিত যোগ দেয়	মোটেই দেয় না
৫-৮				
৯-১১				
১২-১৫				
সর্বমোট				

২। কোন্ বয়সের ছেলেমেয়েদের আপনি শেখান ? ৫-৮ ☐ ৯-১১ ☐ ১২-১৫ ☐

৩। কেমন করে শেখান ? সবাই একসঙ্গে ☐ শ্রেণী হিসাবে ☐

৪। কোন্ বার ও কোন্ সময় স্কুল করেন ? __________ কোন্ স্থানে ? __________

৫। পরিবেশটা কেমন ? সুন্দর ☐ মোটামুটি ☐ ভাল নয় ☐ (কারণ)

৬। রীতিমত ও সময় মত শিক্ষা দিয়েছেন কি ? হ্যাঁ ☐ না ☐ কয় বার কামাই ☐
(কারণ ______________________)

৭। যে যে বিষয় নির্ধারিত ছিল, ঠিক সেই অনুসারে শিক্ষা দিতে পেরেছেন ? হ্যাঁ ☐ না ☐
"না" হলে কেন ?

৮। নির্ধারিত পাঠক্রমের কতটুকু অনুসরণ করতে পেরেছেন ? সম্পূর্ণ ☐ আংশিক ☐ কয় আনা ☐ অসম্পূর্ণ হয়ে থাকলে, তার কারণ কি ?

৯। আপনার কি মনে হয়, শিক্ষা উপযুক্ত ভাবে দিতে পেরেছেন ? হ্যাঁ ☐ মোটামুটি ☐ না ☐

১০। শিক্ষাদানের পূর্বে ভাল প্রস্তুতি ও প্রার্থনা ধ্যান নিয়মিত করেছেন ? হ্যাঁ ☐ মাঝে মাঝে ☐ না ☐

১১। ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করেছেন কি ? হ্যাঁ ☐ মাঝে মাঝে ☐ না ☐
(কারণ ______________________)

১২। রঙীন চক্ ব্যবহার করেছেন কি ? হ্যাঁ ☐ মাঝে মাঝে ☐ না ☐
(কারণ ______________________)

১৩। ছবি ব্যবহার করেছেন কি ? হ্যাঁ ☐ মাঝে মাঝে ☐ না ☐
(কারণ ______________________)

১৫। ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ ও মনোযোগের রূপটা কেমন ছিল ? ভাল ☐ সন্তোষজনক ☐ সন্তোষজনক নয় ☐

১৬। আপনার কি মনে হয় সাণ্ডে স্কুল-এ যোগদানের ফলে ছেলেমেয়েরা লাভবান হয়েছে ?
হ্যাঁ বেশ ☐ হ্যাঁ কিছুটা ☐ খুব কম ☐ তারা যে লাভবান হয়েছে, তার প্রমাণ কি কি ? ______________________

১৭। শিক্ষাদানের যে সবচেয়ে বড় তিনটে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, সেগুলো হল ঃ
ক) ______________________
খ) ______________________
গ) ______________________

১৮। ছেলেমেয়েদের পিতামাতা কেমন সহযোগিতা করেছেন ? ভাল ☐ সন্তোষজনক ☐ সন্তোষজনক নয় ☐ করেনি ☐

১৯। কাটেখিষ্টগণ কেমন সহযোগিতা করেছেন ? ভাল ☐ সন্তোষজনক ☐ সন্তোষজনক নয় ☐ করেনি ☐

১০। ভবিষ্যতের জন্য কামনা কি কি ?
____